সিনেমা ও সাহিত্য

বিশেষ সংখ্যা

বর্ষ -২ সংখ্যা-৮

- সম্পাদকীয়
- অন্যদের কথা
- ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল
- কবিদের কবিতা
- মডেল শুট

17 JAN 2024

ওম স্বস্তি ফিল্মস প্রযোজিত
সুরের ঠিকানা
কাহিনী চিত্রনাট্য সংলাপ ও পরিচালনায় -শ্রী দাস
সম্পাদনা- বিশাল বিশ্বাস, চিত্রগ্রহণ- চন্দন দেবনাথ ,সংগীত- প্রতীক কর্মকার ,মেকআপ
আর্টিস- তারা সাও
অভিনয়ে -অভিষেক দত্ত,দেবব্রত নস্কর ,রুপা তফাদার নন্দী, জয়শ্রী বণিক ,তাথৈ মুখার্জি , তুহিন পাত্র ,
শুভদীপ ব্যানার্জি , চন্দন দিন্দা, সুজয় পান্ডে
Wynk Music
gaana
PRATIK STUDIOS

সম্পাদকীয়

ওম স্বস্তি ফিল্মস ২০১০ সালের ১২ ই জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে কলকাতার বুকে তার পথ চলার শুভ সূচনা হয়। আমরা আজ ২০২৪ এ এসে অনেক কিছু নতুনদের জন্য করতে পেয়েছি তার মধ্যে বিশেষ পাবে বলতে হয় ইন্দো বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এই চলচ্চিত্র উৎসব আমরা যখন শুরু করেছিলাম তখন কলকাতাতে হাতে গোনা চারটে চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হতো তারপরে ধীরে ধীরে চলচ্চিত্র উৎসব একের পর এক হতে চলেছে অবশ্য খুব ভালো লাগে যে বেশ কিছু সংগঠন তারা চলচ্চিত্র উৎসব করছে সেখানে নবীন ও প্রবীণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে এছাড়া বেঙ্গল ফ্যাশন শো আমরা সুনামের সাথে ২০২৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে দমদম মহিত মৈত্র মঞ্চে অনুষ্ঠিত করেছিলাম এখানে ৬০ জনেরও বেশি (পু/ম) মডেল পার্টিসিপেট করেছিল। সত্যি বলতে খুব ভালো লেগেছিল সেই সময়ও এছাড়া আমাদের সিনেমা ও সাহিত্য পত্রিকা আমরা সিনেমা ও সাহিত্যের কথা এই পত্রিকার মাধ্যমে বলতে পারি। বা পারছি আগামী দিনেও এই সিনেমা সাহিত্য পত্রিকা আরও বড় ভাবে প্রকাশিত হবে এই পত্রিকার পরিচালনায় আমরা কলকাতা প্রেসক্লাবে ১৭ই জানুয়ারি ২০২৪ প্রথম কবিতা উৎসব অনুষ্ঠিত করতে চলেছি। এই কবিতা উৎসবে ১০ জন কবি সাহিত্যিককে আমরা জায়গা করে দিয়েছি এরকম আরো অনেক সংযোজন রয়েছে আমাদের আশা করি এখানে নতুন অভিনেতা অভিনেত্রী তাদের স্বপ্ন তারা পূরণ করতে পারে মুহূর্তের মধ্যে বেশি কথা বলবো না সকলকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা রইল সকল ভাল কাজ করুক ভালোভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে থাকুক এই কথাই বলব

ধন্যবাদ,

শ্রী দাস
সি ই ও
ও এস ফ গ্রুপ

অষ্টম ইন্দো বাংলা আন্তর্জাতিক অনলাইন চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৩ উত্তম কুমারের স্মরণে। চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে ৮০ টি ছবি জমা পড়ে তার মধ্যে ৩৩ টি ছবিকে আমরা বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করি। গত ১৭ই আগস্ট ২০২৩ কলকাতা প্রেস ক্লাবে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ও এস এফ এর কর্ণধার আদিত্য দাস ও ইন্দো বাংলা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সম্পাদক বিশাল বিশ্বাস ও পরিচালক সুদীপ নাগ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী অন্বেষা দত্ত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

ওম স্বস্তি ফিল্মস আয়োজিত প্রথম দ্যা বেঙ্গল ফ্যাশন শো ২০২৩ বাংলার সবথেকে বড় ফ্যাশন শো অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতার সু-পরিচিত পেক্ষাগৃহে দমদম মোহিত মিত্র মঞ্চে। এই ফ্যাশন শো এর অডিও ভিডিও প্রকাশ পায় ১৭ ই জুলাই ২০২৩ কলকাতা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন। সংস্থার কর্ণধার আদিত্য দাস, ও এস এফ ক্রিয়েশনের ইনচার্জ অভিষেক দত্ত, আই বি আই এফ এফ এর সম্পাদক বিশাল বিশ্বাস ও সংগীত পরিচালক প্রতিক কর্মকার ও অন্যান্য। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলার নামকরা ডিজাইনার ও যারা এই ফ্যাশন শো অংশগ্রহণ করেছিলেন সকল মডেলরা সুনামের সাথে বাংলার বুকে এই ফ্যাশন শো অনুষ্ঠিত হয়েছিল আগামীকালও এ ফ্যাশন শো অনুষ্ঠিত হবে।

ওম স্বস্তি ফিল্মস আয়োজিত সিনেমা ও সাহিত্য শারদ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ফ্যাশন শো এর মঞ্চে এই প্রকাশিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।সংস্থার কর্ণধার আদিত্য দাস, জনরব পত্রিকার এডিটর শুক্লা গাঙ্গুলী ও এস এফ ক্রিয়েশনের ইনচার্জ অভিষেক দত্ত , আই বি আই এফ এফ এর সম্পাদক বিশাল বিশ্বাস ,

ওম স্বস্তি ফিল্মস আয়োজিত দ্যা বেঙ্গল ফ্যাশন শো এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সংস্থার কর্ণধার আদিত্য দাস, ও এস এফ ক্রিয়েশনের ইনচার্জ অভিষেক দত্ত এবং বাংলার নামকরা ডিজাইনাররা। এই অনুষ্ঠানে বাংলা সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে মডেল এবং ডিজাইনার অংশগ্রহণ করেছিল। এই ফ্যাশন শো সুনাম এর সাথে এই ফ্যাশন শো অনুষ্ঠিত হয়েছিল,এবং বাংলার এই ফ্যাশন শো লন্ডনের মাটিতেও একটি ম্যাগাজিনে জায়গা করে নিয়েছিল। এই ফ্যাশন শো

সিনেমা ও সাহিত্য ম্যাগাজিন এবং ও এস এফ ক্যালেন্ডার শুটে যাদের ভূমিকা অভাবনীয় বেলগাছিয়া ল্যাকমি কোম্পানির স্টুডেন্টরা আমাদের এই ম্যাগাজিন শুটে রূপসজ্জা করেছিল দক্ষতার সাথে। তাদেরকে শংসাপত্র ও স্মারক তুলে দেন ও এফ এফ গ্রুপের কর্ণধার শ্রী দাস ও ও এস এফ এর ইনচার্জ অভিষেক দত্ত

ওম স্বস্তি ফিল্মস আয়োজিত আদিত্য দাসের শুভ উদ্যোগে ফ্রেন্ডস টিভি সহযোগিতায় "পাড়ায় পাড়ায় মা ' পুজো পরিক্রমার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল । এখানে উপস্থিত ছিলেন ও এস এফ এর সদস্যরা এবং নবীন মডেল রা। যারা কলকাতার বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে গিয়ে পুজো উদ্যোক্তাদের হাতে সম্মান তুলে দিয়েছেন। এই পাড়ায় পাড়ায় মা পুজো পরিক্রমা পরিচালনায় ছিলেন অভিষেক দত্ত, সহযোগী সুজয় পান্ডে।

সপ্তম ইন্দো বাংলা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবঅনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতার সিরাম অডিটোরিয়ামে, এই চলচ্চিত্র উৎসবের বিশেষ গুণীজনদের সম্মান প্রদান করা হয় তার মধ্যে প্রবীণ সাংবাদিক সত্যজিৎ চক্রবর্তী কে বিশেষ সম্মান জানানো হয় . উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র উৎসবের চেয়ারম্যান আদিত্য দাস সম্পাদক বিশাল বিশ্বাস এবং সংগীত পরিচালক প্রতিক কর্মকার, পি আর ও মৃত্যুঞ্জয় রায় এছাড়া আরো অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

অষ্টম ইন্দো বাংলা আন্তর্জাতিক অনলাইন চলচ্চিত্র উৎসব এর মঞ্চে নবম ইন্দো বাংলা আন্তর্জাতিক অনলাইন চলচ্চিত্র উৎসবের শুভ সূচনা ও পোস্টার লঞ্চ করা হয় উপস্থিত ছিলেন সংস্থার কর্ণধার আদিত্য দাস ও চলচ্চিত্র উৎসব এর সম্পাদক বিশাল বিশ্বাস, জনরব পত্রিকার সম্পাদক শুক্লা গাঙ্গুলী ও বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী অন্বেষা দত্ত ও চলচ্চিত্র পরিচালক সুদীপসুদীপ নাগ

অষ্টম ইন্দো বাংলা আন্তর্জাতিক অনলাইন চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হলো কলকাতা প্রেস ক্লাবে।

অনুষ্ঠানে প্রতিবছর বিশেষ গুণী মানুষদের সম্মান জ্ঞাপন করা হয় ব্রম্ভ কুমারী দাদা দের সম্মান জ্ঞাপন করা হলো,

বিকে করুনা চেয়ারম্যান মিডিয়ায়িং ব্রহ্মকুমারী ও বিকে শান্তনু ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর মিডিয়া উইৎ, বিকে চিত্তরঞ্জন বাংলা ও নেপালি বিভাগের হেড প্রিস অফ মাইন্ড টিভি চ্যানেল, এবং বিকে ধনঞ্জয় সিনিয়র রাজ যোগা ইনস্টিটিউটর এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি তমলুক সাব জোন, ওম স্বস্তি ফিল্মস এর কর্ণধার আদিত্য দাস স্মারক তুলে দেন তাদের কাজের সম্মান স্বরূপ।

ওম স্বস্তি ফিল্মস এর ইংরেজি নববর্ষ ক্যালেন্ডার প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল কলাকুশলী।

১৩ তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষে ক্যালেন্ডার প্রকাশ, ম্যাগাজিন প্রকাশ ও "চলচ্চিত্র তার ভাবনা ' বিষয় নিয়ে আলোচনা

ওম স্বস্তি ফিল্মস এর ১৩ তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান এ উপস্থিত ছিলেন সংস্কার কর্ণধার আদিত্য দাস চলচ্চিত্র পরিচালক সুদীপ নাগ , অভিনেতা মানিক সিংহ, চিত্রগ্রাহক অমিত মুখার্জি ও চলচ্চিত্র পরিচালক মলয় রায় সহ অন্যান্য।

অন্যদের কথা

রঞ্জিতা ড্রিম ক্যাচার আয়োজিত ২০২৪ ক্যালেন্ডার লঞ্চএ ক্যালেন্ডার লঞ্চে উপস্থিত ছিলেন , সংস্থার কর্ণধার রঞ্জিতা ভট্টাচার্য , ও ওম স্বস্তি ফিল্মসের কর্ণধার শ্রী দাস এবং সোনিয়া মজুমদার, বর্ণালী সরখেল, ডিজাইনার কৌস্তব বিশ্বাস, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ক্যালেন্ডার শুটে অংশগ্রহণকারী সমস্ত মডেলরা এই প্রথম টাইম কলকাতাতে রঞ্জিতা ড্রিম ক্যাচার ক্যালেন্ডার লঞ্চ করল সংস্কার কর্ণধারের কথায় উঠে এলো নতুনদের নিয়ে পথ চলায় তার প্রথম বৈশিষ্ট্য তাই নতুনদেরকে নিয়েও আগামী দিনে সে পথ চলতে চায়।

হাওড়া দাশনগর আলামোহন দাস স্টেডিয়ামে সর্বভারতীয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতা।'অঙ্কুর ক্যারাটে একাডেমি' এই প্রথম বার সফলতার সাথে সর্বভারতীয় ক্যারাটে গেমের আয়োজন করল। অঙ্কুর ক্যারাটে একাডেমির কর্ণধর এবং দুই সেন্সই অঙ্কুর রজক এবং মুনমুন মুখার্জীর প্রচেষ্টায় এই প্রতিযোগিতাপ্রতিযোগিরাওড়িশা,বিহার,ঝাড়খন্ড,মধ্যপ্রদেশ সহ সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন। ৪০০ র বেশি প্রতিযোগিরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন।মন্ত্রী অরূপ রায়ের হাত ধরে এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করা হয়।

জামাল উদ্দিন সরদার প্রযোজিত ও পরিচালিত বাংলা চলচ্চিত্র 'বেইমান'- এর পোস্টার ও গানের সিডি প্রকাশ হলো। ২৯ ডিসেম্বর শুক্রবার, কলকাতা প্রেস ক্লাবে এই উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ছবির কলাকুশলীরা। প্রোফাইল ফিল্ম প্রোডাকশন নিবেদিত 'বেইমান' মূলতঃ পারিবারিক ছবি। সেই সঙ্গে রোমান্টিকও। কাহিনীকার কল্যাণ দত্ত। চিত্র নাট্য ও সংলাপ লিখেছেন জামাল উদ্দিন সরদার। গীতিকার সূর্য চ্যাটার্জী। অভিনয় করেছেন জুনায়েদ খান,ঋত্বিকা সেন, অভীক ভট্টাচার্য, অনুরাধা রায়,গৌর সরদার প্রমুখ। দু' ঘন্টার এই ছবির শুটিং হয়েছে সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে ও কলকাতায়।অনুষ্ঠানে ছবির নায়ক জুনায়েদ খান বলেন, বেইমান এমন একটি ছবি যা, পরিবারের সবাই একসঙ্গে বসে দেখতে পারে। বাংলা ছবির দর্শকদের প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে সিনেমা দেখার জন্য তিনি আবেদন জানান।আগামী বছর মার্চ মাসে মুক্তি পেতে চলেছে বেইমান

Film Festival

9th Indo -Bangla International Film Festival 2024

শুভেচ্ছা বার্তা

প্রত্যেকবারের ন্যায় এবারও আমরা সাফল্যের সহিত নবম ইন্দো বাংলা আন্তর্জাতিক অনলাইন চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন করতে পেরেছি। যার অনলাইন স্ক্রীনিং ১২ ই এবং ১৩ ই জানুয়ারি ২০২৪ ফেস্টিভ্যালের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে স্ক্রিনিং হয়েছে। এবং ১৭ই জানুয়ারি ২০২৪ কলকাতা প্রেসক্লাবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। এবছর আমরা জমা হওয়া ৭৫ টি ফিল্মের মধ্যে ২৫ টি ফিল্ম অফিসিয়াল স্ক্রিনিং এবং অ্যাওয়ার্ড নমিনেশন এর জন্য জুড়ি মেম্বার দ্বারা সিলেকশন করতে পেরেছি। আমি বিশাল বিশ্বাস এই ফেস্টিভ্যালের সম্পাদক এর দায়িত্বে রয়েছি গত ২০২০ সাল থেকে। এমন একটা ফেস্টিভ্যালের সঙ্গে যুক্ত হতে করে নিজেকে গর্বিত বোধ করি। আমি এই ফেস্টিভ্যালে যুক্ত হওয়ায় অনেক ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টরের প্রজেক্ট দেখবার সুযোগ পেয়েছি। এমনকি তাদের প্রাপ্য সম্মান দেওয়ার জায়গাটাও পেয়েছি। আমাদের এই ফেস্টিভ্যাল নতুন থেকে বিশিষ্ট ডিরেক্টরদের তাদের স্বপ্নের প্রজেক্ট কে সম্মান দেওয়ার সুযোগটা করে দেয়।

এবছর সিলেকশন হওয়া সমস্ত পরিচালকদের প্রতি আমার অনেক শুভকামনা এবং শুভেচ্ছা রইল ❤️ আশা রাখি তাদের হাত ধরেই আমাদের এই কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যেতে পারবো।

ধন্যবাদ,

বিশাল বিশ্বাস

ফেস্টিভ্যাল সম্পাদক

Film Festival

9th Indo -Bangla International Film Festival 2024

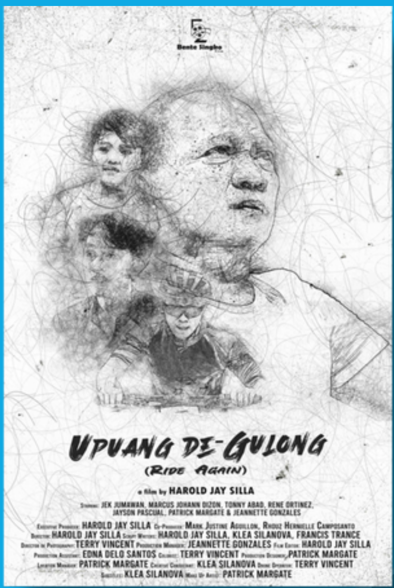

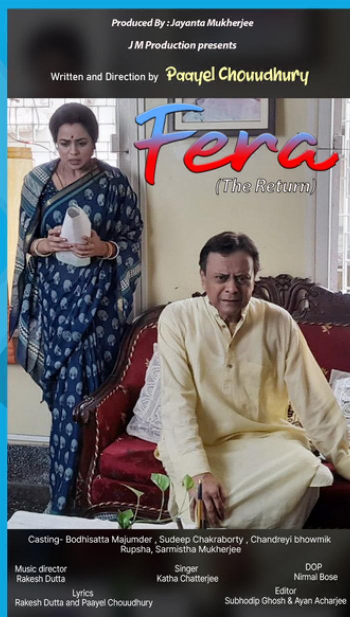

Film Festival

9th Indo -Bangla International Film Festival 2024

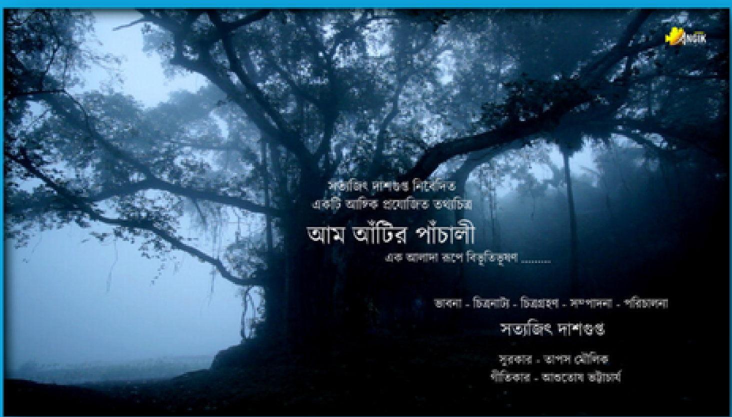

Film Festival

9th Indo -Bangla International Film Festival 2024

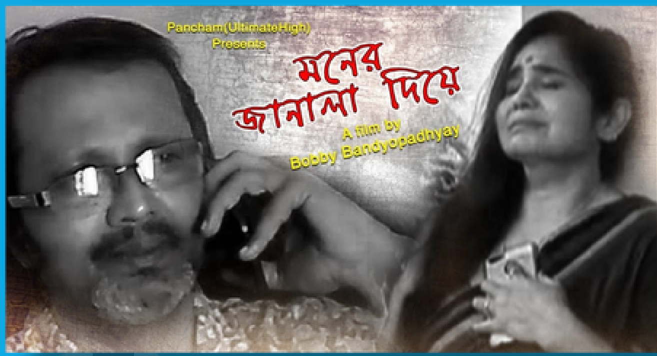

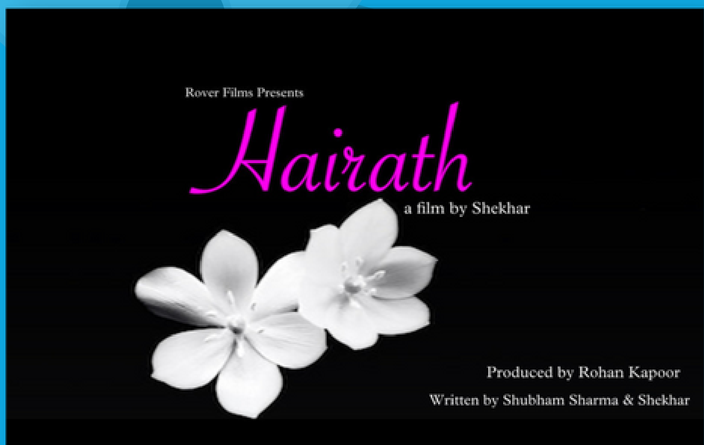

Film Festival

9th Indo -Bangla International Film Festival 2024

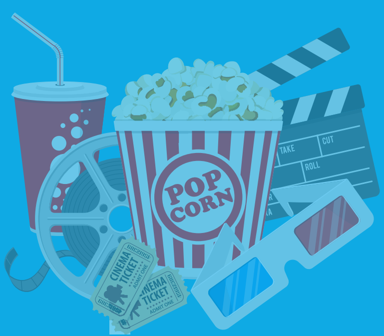

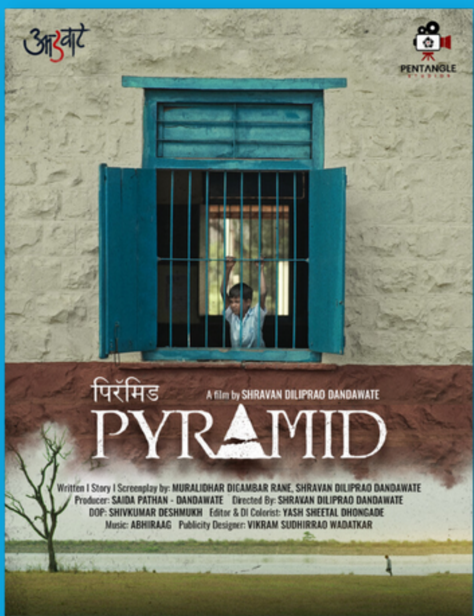

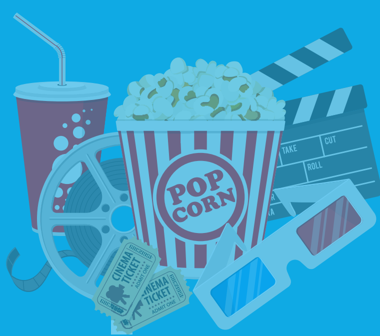

কবিতা উৎসব

নারীর প্রতিমা

মানুষ যখন প্রতিমা গড়ে
দূর্গা, কালি শত,
ভক্তি শ্রদ্ধা উজার করা
প্রণাম অবিরত।

বিধাতা যখন প্রতিমা গড়ে
নারীর অবয়ব ,
করুন হৃদয়,সন্তাপে ভরা
প্রস্ফুটিত শোক।

মানুষ গড়া প্রতিমা সাজে
সোনার মন্ডপে
থালা ভরা ফল,ভোগ নিবেদন
উল্লাসে গৌরবে।
বিধাতা গড়া প্রতিমা সাজে
মায়া, মমতা ও ত্যাগে।
অন্ন সাজায় অন্য থালায়,
নিজে অভুক্ত কাঁদে।

বিধাতা গড়া প্রতিমার পায়ে
অঞ্জলি সম্মান
সাষ্টাঙ্গ দন্ডবত -
আনন্দ আবাহন।

মানুষ গড়া প্রতিমার পায়ে
নিয়মনীতির ব্রত,
যত্রতত্র শাসন প্রহার
অসম্মানের ক্ষত।

মানুষ গড়া প্রতিমার
রূপ,রঙের হয় প্রচার,
কালোর মাঝে আলোর দিশা
খ্যাতি বারংবার।

দেবতা গড়া প্রতিমাদের
গৌর বর্ণে আহ্বান-
কালো রূপে জোটে ভর্তসনা
মর্মে বিসর্জন। ।

সহেলী মুখার্জি
ব্যান্ডেল, হুগলি।

দুয়ো দিও না

দুয়ো দিও না আমায়।
কচি কচি দোষগুলোয় অপরাধ চাপাতে
শুধু অন্যমনা থেকো।

দিন গুজরানে সালোক-সংশ্লেষেই
আমার অনায়াস চলাফেরা,
সেখানেই জুড়ে থাকে স্বাভাবিক ভ্রম,
তবুও সাফসুতরো চাই আমার ডেরা।

বলো, এবেলা আমাকে কে থামায়?
দুয়ো দিও না তাই আমায়।
সন্দেহে সন্দেহে ক্ষতবিক্ষত সত্তায়
অনলের ছোঁয়াটুকু ঠিক ঝাঁপায়,
'পলায়তি স জীবতি' স্মরণ করে
পায়ের নীচে মাটি শক্ত করি,
চারপাশে উলুধ্বনি এক সৌধ গড়ে।
পরিখা খনন করে এবার সতর্কতায় মনোবল বাড়াই
তৎপর ক্ষমতায়,
কতটা নিরাপদ নিজেই বুঝি না
কতটা বিপদ বুঝতে সময় বয়ে যায়।
টানাপোড়নের মাঝে নির্মিত বসতিতে
প্রস্তুত রাখি অগ্নি নির্বাপক,
প্রচুর জলের চাহিদা দেয় মাথাচাড়া
নতুবা নিভবে না জ্বলন্ত শোক।
বলি তাই বারংবার
অবস্থাই নিজেকে ধুলোর মাঝে নামায়,
কখনোই দুয়ো দিও না আমায়।

সৌমেন্দ্র দত্ত ভৌমিক

বেলা যে বয়ে যায়

সূর্য ডোবার পালা এলো চলে,
যাচ্ছে ফেরার পথে ;
বিদায় এবার নেবেই রবি ,
দূরের আকাশ হতে !
এখানে কেউ আসে নি থাকতে ,
চিরদিন--চিরকাল ;
রইবে যদ্দিন বাইবে তরী ,
ধরবে শক্ত হাল !
একটা সময় এগিয়ে আসে ,
যখন বিদায় নিতে হয় ;
এই ঠাঁই ছাড়ি,
যেতে হবে চলে ,
সকল ভয় করিয়া জয় !
ওগো সূর্যদেব তুমি!
কাজ শেষ করে,
তৈরি যাবে বলে;
থাকো না আরও কিছুক্ষণ,
কেন যাবে চলে?
তোমার জন্য পাই আলো তাপ,
মনেতে জাগাও আশা;
কেন গো তুমি বিদায় নিয়ে,
ঘটাবে অমানিশা?
জানি জানি,
কাজ ফুরালে কাউকে,
যায় না আটকে রাখা;
সবাই একদিন যাবেই চলে,
মনেতে দিয়ে ব্যাথা।
তবু বলি, আরও কিছুক্ষণ তুমি,
না হয় হেথায় থাকলে;
কাছে কাছে থেকে মনের ভেলায়,
সুরের বৈঠা বাইলে।

বেলা যখন বয়ে যায়,
পাখিরা সব ফেরে ,
নিজ নিজ কুলায়।

ভূতল হতে অনেক দূরে,
ইস্পাতের তৈরি খোলে;
উড়োজাহাজ উড়ে যায়,
নীল আকাশের কোলে।
জাহাজটিও নির্দিষ্ট পথ,
পার হয়ে পৌঁছে যাবে;
তার নিজ গন্তব্যে।
সুর্যদেব আর আকাশ কোলে;
দেবে না কিরণ,
চলে যাবে অস্তাচলে;
পৃথিবীর সকলকে,
তিমির অন্ধকারে ফেলে।
নীচে শুধু রবে পড়ে,
সিক্ত ঘাসের গোছা;
ভিজে চোখে আত্মীয়স্বজন,
ব্যথা ভরা মনে ,
দেখবে চেয়ে,
পরস্পরের চক্ষু মোছা।
পক্ষীর দল--- উড়োজাহাজ,
সবাই ফিরে যাবে,
নিজ নিজ স্থানে।
আর মানুষ ?
মানুষ তো নয় মহা শক্তিমান,
রয়ে যাবে চিরদিন,চিরকাল,
পৃথিবীর বুকে,
অমোঘ, অমিত শক্তির টানে??
বেলা শেষে,
হায়---
বেলা যে বয়ে যায়;
কাজ শেষ করে,
সবারে ফেলে রেখে,
নিতে হবে বিদায়।।

-স্বপন কুমার রায়

ধানের শরীর

নতুন ধানের গর্ভে ঢুকে পড়ি
হুড়মুড় করে
চেনা চেনা গন্ধ ভাসে, জন্ম নেয়
খরস্রোতা নদী,
সরু আলপথ ধরে হেঁটে যাই
বৃষ্টিধোয়া ভোরে
অলিখিত বর্ণমালা, আমার
গোপন ঔষধি...

ধানের শরীর থেকে ভেসে আসে
ভেজা ভেজা সুর
আমাকে মাতাল করে, ঝেড়ে
ফেলি ধূসর খোলস,
অনিবার্য বিপদের থেকে হয়তো
এক চিলতে দূর--
তবু তো স্বীকার করবে
আলিঙ্গনে নেই কোনও দোষ...

-অংশুমান চক্রবর্তী

কবিতা উৎসব

ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষের নাগরিক আমি
সেই ভারতবর্ষ, যেখানে মাটিতে সোনা ফলে,
ভাইয়ের জন্য ভাই কাঁদে, আমি সেই ভারতের নাগরিক।।
এই ভারতের মাটি ভিজলে সোঁদা গন্ধ ওঠে
পিঠের গন্ধে জেগে ওঠে পেটের খিদে
উনুনের পাশে উবু হাঁটু হয়ে সার সার
নিজ, তুতো, আপন সন্তান। সেই ভারত --।।

সর্ষে ফুলে হলুদ হয়ে যাওয়া মাঠ, ধানের শীষে
রোদ খেলানো রোদ্দুর, পুকুরে দামাল ছেলে,
কলসি কাঁখে বধূ, আমার ভারত --।।

এক সমুদ্র লোভ, নোনতা স্বাদ, হাজির হলো
বিদ্বেষ, ঈর্ষা, অবনিবনার মনোহরী মরুভূমি
ভূগোল, ইতিহাস সব গেলো বদলে
বদলালো আমার ভূমি --।।

জ্বলে গেল বৈশাখ থেকে চৈত্র, বদলে এলো
লাঞ্ছিত, পরাজিত, বুনো অমার্জিত, অসভ্য অস্খালন
পুড়লো সংস্কৃতি, আমার ভারত ।।

আমার মায়ের লজ্জাহানি রোজ, আমার পেটের খিদে
রোজ হয় চুরি, অসৎ, পুরষ্ঠ নিজেদের বাহুবল কেরে নেয়
শিক্ষা, কর্ম, বেঁচে দেয় দেশ..... আমার ভারত ।।

নতুন বছরে মাতে, নতুন যুক্তি কষে, আমার ভাই-বোন
রোদে তেঁতে অনশনে মরে, ধর্মের ধোঁয়ায় চোখ --।।
আমার ভারত, আমার স্বদেশ,আমার দেশ --।
যে হাত রক্তের নেশায় মাতে, যে মন বৃষ্টি ভেজার স্বপ্ন দেখেনা
যে ভাই মদের দোকানে লাইন, যে বোন কাঠগোড়ায় দাড়ায় ,
সেই দেশ আমার সেই দেশ ভারত।।

শুধু রাজনীতির কলকাঠি নাড়ায়, যখন তখন বেআব্রু করে
নিজেদের খুশি মতো পকেট ভরে ।

লজ্জায় , ঘৃণায় আর জন্মাতেই চাইনা
এমন গান আর গাইতেও চাইনা।
এই দেশেতে জন্ম যেনো, এই দেশেতে মরি।

-জয়া চক্রবর্তী

ঘামের মূল্য"

ঘাম ঝরেছে মাঠের আলে,সোনায় ঝরা ধানের
শীষে,
ঘাম ঝরেছে ভানতে ও ধান,মাঠে মাঠে ফসল
হাসে।।
ঘাম ঝরেছে তপ্ত উঠোন, হাপর টানে
কামারশালায়
ঘাম ঝরেছে মাঝির হালে, হাতুড়ি পড়ে
কারখানায়।।

ঘাম ঝরেছে,ওই শিশুদের, হারালো যারা দুধের
বাটি,
ঘাম ঝরেছে পাথরভাঙা ঐ রমনীর, অভাব যাঁর
নিত্য সাথী।।
ঘাম ঝরেছে মা বোনেদের, হাসিমুখে গৃহশ্রমের
অর্ঘ্য দিতে
ঘাম ঝরেছে শিক্ষাদানে, কাছারিতে, রোগ
তাড়াতে মহান ব্রতে।।

ঘাম ঝরেছে সবাই যাঁরা,
সহজ পথে,শ্রম দিল ঐ রুটির খোঁজে --
ঘাম ঝরেছে নাট্যকলায়,সাহিত্য আর -
চারুকলা নৃত্য, গীতে।।
ঘাম ঝরেছে বিজ্ঞানীর, ও অন্য যাঁরা,
দেয় যে শ্রম, মস্তিকের ব্যবহারে -
কুলি, মজুর কারখানাতে ঘাম ঝরিয়ে,
স্বপ্ন দেখায়, স্বদেশ গড়ে।।

শ্রমিক সেও, রক্ষক যে প্রশাসনে,
অন্য যাঁরা প্রভাত,রাতে নিত্যসেবায়-
ঘাম ঝরেছে সাংবাদিকের,যে কলম লেখে সত্য
কাহন নির্ভীকতায়।
ঘাম ঝরেছে দেশ গড়তে, শতমতের ঐক্য নিয়ে
আইনসভায় -
ঘাম ঝরেছে বৈরীতাকে মুছে ফেলে, কুসুম
ফোঁটার স্বপ্ন দেখায়।

-নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

আমার দুর্গা

আমার দুর্গা মাঠে আর ঘাটে ছুটছে নিরন্তর
আমার দুর্গা ঘর ও বাহিরে সামলান সুন্দর ।
আমার দুর্গা অবহেলিত ,অনাহারে দিনরাত, আমার
দুর্গা মুখে গোঙানি, রক্তাক্ত পথঘাট।
আমার দুর্গা লড়তে চায় স্বপ্নের ফেরিওয়ালা,
আমার দুর্গা ভ্রূণ হত্যায় নিষেধের যাত্রাপালা ।
আমার দুর্গা গারহস্থ সহিংসতায়
সহ্যের পারাবার।
আমার দুর্গা মুখ খোলো গো সইবে কত আর?
আমার দুর্গা কন্যাশ্রী কিংবা কালো শ্যামা।
আমার দুর্গা স্কলার মেয়ে বডি সেমিং ঘ্যামা,
আমার দুর্গা ফ্যাশন স্টেটমেন্ট কিংবা রান্নাবান্না।
আমার দুর্গা গলা সাধে কিশোর ,রফি ,মান্না,
আমার দুর্গা এভারেস্ট জয় ,কখনো সুনিতা হাজরা।
আমার দুর্গা পাঞ্জাব চষে জোয়ার কিংবা বাজরা
আমার দুর্গা চা-ওয়ালা থেকে টোটো, অটো আর বাস।
আমার দুর্গা গড়তে জানে ভাঙতে চায় নাগপাস।
আমার দুর্গা কাশফুল বনে হাতের কাজের খেলা
আমার দুর্গা নকশী কাঁথায়ে সাজিয়ে তুলে মেলা
আমার দুর্গা জয় করে এভাবে এগিয়ে যাক,
আমার দুর্গা থামবে না তাই থামবে না কোনো ফাঁক।।

মধুরিমা ব্যানার্জি।

পুরুষ মানুষ

পুরুষ মানে শক্ত ভীষণ চোখে আসে না তার জল ,
দুঃখ নাকি বিলাসিতা,তাই সকাল হলো আবার কাজে চল |
পরিবারের দায়িত্ব নাকি গায়ের পোশাক, ক্লান্তি তার রূপ,
পরিবারের সবার চাহিদা পূরনে খুঁজেছে নিজের সুখ...|
পুরুষ মানে নীরব পথিক ,যেন সে এক যাত্রীবাহী রথ ,
দুঃখ কষ্ট না হয় মনেই থাকুক, তার চলতে হবে পথ |
প্রয়োজনে সে সবার প্রিয় ,কিন্তু প্রিয়জনেরই বড়ই অভাব ,
দিনেরশেষে ক্লান্ত মুখে,পরিবারের হাসিমুখ খোঁজাটা তার স্বভাব |
প্রতিভা থাকুক, গুন থাকুক,কিংবা হোক না ভালো মানুষ,
সমাজ বলে,অর্থ নেই যার পকেটে সে নাকি অচল পুরুষমানুষ |
ভালো এবং মন্দের বিচার বসে পুরুষ কতটা ধনী??
অর্থই তার প্রথম পরিচয় ,সে যতই হোক ভদ্র এবং গুণী |
পায়ে তার ছেঁড়া জুতো কিন্তু চলছে রোজের লড়াই,
ঋণের বোঝা মেটাতে গিয়ে করে না কেউ আর বড়াই |
পুরুষের স্বপ্নগুলো রোজ পিষে মরে দায়িত্ব পূরণের ভারে,
ভাঙ্গা মনের স্বপ্ন জোড়ার লড়াই করছে সে বারে বারে |
পুরুষ মানে বছর চারের পুরনো জামা পছন্দ তার ভারী,
উৎসবেতে স্বজন সাজুক নতুন সাজে, খুশির ওজন ভারী |
পুরুষত্ব মানেই পাষান রুপি হিংস্র ভিশন,সে নয় অত্যাচারী,
পাষাণ রূপের ভিতরে সেও এক নরম মনের অধিকারী |

কলমে - অভিষেক দত্ত

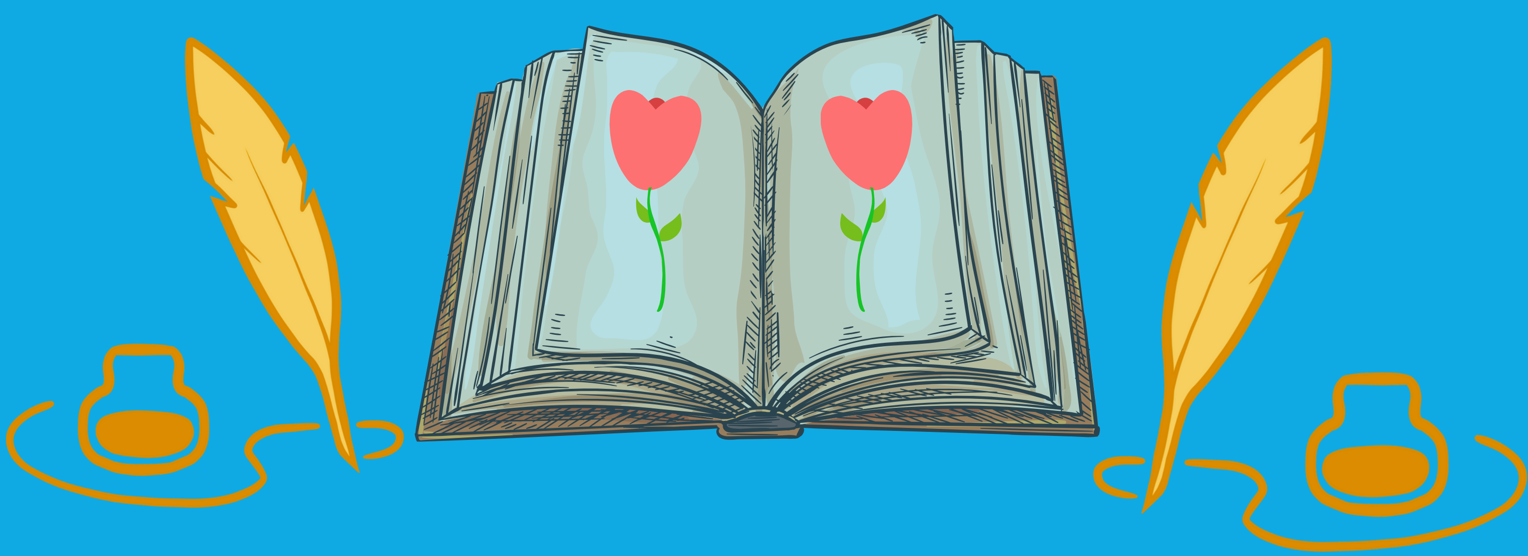

Model : - Tuhin Patra
costume designer - Rabidyuty sarkar
Photography, Editing - Surajit paul

Model : - Rupa Nandi
costume designer - Rabidyuty sarkar
Photography, Editing - Surajit paul

Model : - Jayshree Banik
costume designer - Rabidyuty sarkar
Photography, Editing - Surajit paul

Model : - Monisha Koyral
costume designer - Rabidyuty sarkar
Photography, Editing - Surajit paul

Model : - Chandan Debnath
costume designer - Rabidyuty sarkar
Photography, Editing - Surajit paul

Model : - Sujay Pandey
costume designer - Rabidyuty sarkar
Photography, Editing - Surajit paul

Model : - Subhadeep Banerjee
costume designer - Rabidyuty sarkar
Photography, Editing - Surajit paul

Model : - Tathoy Mukherjee
costume designer - Rabidyuty sarkar
Photography, Editing - Surajit paul

OSF
Presents
এই মন
পরিচালনায়- শ্রী দাস
সংগীত পরিচালক- প্রতিক কর্মকার
সংগীত- প্রতীক কর্মকার ও অভিষিকতা দে
সম্পাদনা - বিশাল বিশ্বাস
মডেল - অভিষেক দত্ত ও রুপা নন্দী
gaana
Wynk Music
Music
PR STUDIOS
PRATIK STUDIOS

Publisher :Sukla Ganguly, Published from Dasnagar, Howrah and Printed form Mantradnp

Owner: ADITYA DAS (Raju) ,Sub- Editor :Bishal Biswas,N/92, Ekdil Sha Road, Barasat, Kolkata-7000125, Contact No. : 8013183765 / 9674933641 l Email :- cinemasahitto@gmail.com